পূর্তমন্ত্রীর বিমূর্ত কাজকারবার

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদন

'দৈনিক পথযাত্রা'। এটি একটি পত্রিকার নাম। রাজধানী ঢাকা থেকে ডিক্লারেশন (প্রকাশনা অনুমোদন) নেবার সূত্রে এটি একটি জাতীয় দৈনিকও বটে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, পত্রিকাটি কখনো আলোর মুখ দেখে না। তাই এর পরিচিতি 'আন্ডারগ্রাউন্ড' পত্রিকা হিসেবে। আর এই আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার নামে সম্প্রতি রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ৩ বিঘা আয়তনের একটি শিল্প প্লট বরাদ্দ দিয়েছে গণপূর্ত অধিদপ্তর। কারণ, পত্রিকাটির মালিক মোঃ শহীদুল্লাহ গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ছাড়া তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ৩ বিঘা আয়তনের আরো একটি শিল্প প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বৈশাখী টেলিভিশনের নামে। আনুষ্ঠানিক প্রচারের অপেক্ষায় থাকা চ্যানেলটির মালিক হলেন স্বয়ং পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস ও তার বন্ধুরা।

পূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার ভূ-সম্পত্তি নিয়ে এখন এমন খেলাই চলছে। অথচ এমন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে জরুরি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেসব কাজ রয়েছে, সেগুলোর প্রতি কোনো নজর নেই মন্ত্রীর।

রাজধানীর বাড্ডা এলাকার বিএনপি দলীয় ওয়ার্ড কমিশনার কাইয়ুম মির্জা আব্বাসের খুবই ঘনিষ্ঠ। সে কারণে নগরীর বারিধারা অভিজাত এলাকার তিনটি মূল্যবান আবাসিক প্লট তিনি কাইয়ুমকে দিয়ে দিচ্ছেন বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। তবে কাইয়ুম খুবই বুদ্ধিমান লোক। প্লটগুলো তিনি নিজের নামে নিচ্ছেন না। ৫০-৬০ বছর আগের তিনটি অ্যাওয়ার্ড লেটার (অধিগ্রহণকালীন ক্ষতিগ্রস্তদের নামে ইস্যুকৃত) দেখিয়ে তিনি এসব মূল্যবান প্লট হাতিয়ে নিচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে, কাইয়ুম যে ৩টি অ্যাওয়ার্ড লেটার জমা দিয়েছেন, তার সবগুলোই ভুয়া।

এম. এ. কাইয়ুম

মির্জা আব্বাস

তাই রাজউকের কর্মকর্তারা এসব অ্যাওয়ার্ড লেটারের বিপরীতে প্লট বরাদ্দ দিতে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের কড়া মৌখিক নির্দেশে তারা কাইয়ুমের ইচ্ছামতো প্লটগুলো বরাদ্দ দেয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছেন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, এর আগে বাড্ডা পুনর্বাসন এলাকায় রাজউকের প্রায় ৫০০ প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কাইয়ুমের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ও অ্যাওয়ার্ডধারী আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার হলেও শুধু কাইয়ুমের তৈরি তালিকা অনুযায়ী কম-বেশি ৫০০ আবেদনকারীকে প্লট দেয়া হয়েছে। কী মাপকাঠিতে কাইয়ুম এ তালিকা তৈরি করেছেন তার কোনো সুস্পষ্ট জবাব সংশ্লিষ্টদের কাছে নেই। অভিযোগ আছে, পূর্তমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ীই কাইয়ুম এমন অভাবিত সুযোগ পেয়েছেন।

কারওয়ান বাজার এলাকায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অপরাধে বহুবার পুলিশের হাতে ধরা পড়া জনৈক ব্যক্তির নাম নবী সোলায়মান। বর্তমান জোট সরকারের আমলেও সে একাধিকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কারওয়ান বাজার এলাকার কুলি-মজুররাও নবী সোলায়মানকে দেখলে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। অথচ সচিবালয়ে পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের দপ্তরে এই নবী সোলায়মানের যাতায়াত রীতিমতো ভিআইপি মর্যাদায়। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, নবী সোলায়মানকে দেখলে মন্ত্রীর দ্বাররক্ষী একমুহূর্তও চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক দরজা খুলে দেয়। অজ্ঞাত কারণে মন্ত্রী আব্বাসও এই পেশাদার চাঁদাবাজকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। সম্প্রতি এই নবী সোলায়মানকে নামমাত্র মূল্যে কারওয়ান বাজারে প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের দুটি বাণিজ্যিক প্লট দিয়েছেন তিনি। সোলায়মানও অর্ধশতাব্দীর পুরনো দুটি ভুয়া অ্যাওয়ার্ড লেটার দেখিয়ে প্লট দুটি বাগিয়ে নিয়েছে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে কথা বলার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বাসার টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে তার মোবাইলে ফোন দিতে বলা হয়। মোবাইলে ফোন দিলে পিএ ধরে বাসায় যেতে বলেন। বাসায় গেলে বলা হয় পার্টি অফিসে গেছেন। পার্টি অফিসে গিয়ে জানা যায়, তিনি অফিসে নেই। তখন মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে সচিবালয়ে গিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে মন্ত্রীর পিএস সময় দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন

যে প্রশ্নগুলো করতে চেয়েছিলাম পূর্তমন্ত্রীকে

১.দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

২. শায়খ আবদুর রহমান ধরা পড়েছে, এটা সরকারের কৃতিত্ব। বিরোধী দল বলছে, এটি সরকারের সাজানো নাটক। আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

৩. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। এখানে আপনার বন্ধু মোঃ শহীদুল্লাহর পক্ষে ৩ বিঘা শিল্প প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিষয়টি বিধিসম্মত হয়নি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

৪. একইভাবে বাড্ডার কমিশনার কাইয়ুম তিনটি আবাসিক প্লট ভুয়া অ্যাওয়ার্ড লেটার দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে। সে আপনার ঘনিষ্ঠ লোক। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

৫. নবী সোলায়মান কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজ হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছিলো। দীর্ঘদিন হাজত খেটেছে। তার পক্ষে ৫০ কোটি টাকা মূল্যের প্লট বরাদ্দের অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

৬. উত্তরার আবাসিক এলাকায় তৃতীয় পর্বে সাড়ে ৬ হাজার প্লট বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রায় ৩ বছর আগে ২৫ হাজার লোকের কাছ থেকে জামানতের টাকাসহ দরখাস্ত নেয়া হয়েছে। প্লট বুঝিয়ে দেবার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে কেন?

৭. পূর্বাচল, ঝিলমিল, উত্তরা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন আশানুরূপ হচ্ছে না। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন?

৮. পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন পরিদপ্তরের তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। প্রতিষ্ঠান দুটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, এর পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন?

পূর্তমন্ত্রীর আরেক বন্ধুর নাম মনিরউদ্দিন। তিনি ঢাকা ব্যাংকের একজন পরিচালক। সম্প্রতি রাজউকের প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জমি নামমাত্র মূল্যে দিয়ে দেয়ার সব আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকায় এয়ারপোর্ট রোডের পাশেই প্রায় সাড়ে ৩ বিঘা আয়তনের একটি প্লট দেয়া হচ্ছে মাত্র ৩ কোটি টাকায়। এই প্লটের চলতি বাজারমূল্য কম করে হলেও ৮০ কোটি টাকা। একই ব্যক্তিকে আরো ৩ বিঘা জমি দেয়া হচ্ছে উত্তরা মডেল টাউন এলাকায়। এই জমিরও চলতি বাজারমূল্য ২০ কোটি টাকার ওপরে। কিন্তু মনিরউদ্দীন তা পাচ্ছেন মাত্র ২ কোটি টাকায়। মনিরউদ্দিনকে এভাবে পানির দামে মূল্যবান সরকারি সম্পত্তি দিয়ে দেয়ার পেছনে পূর্ত সচিব ইকবাল উদ্দিন চৌধুরী এবং রাজউকের সাবেক উপ-পরিচালক (এস্টেট) মাহমুদুল হকেরও যোগসাজশ আছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের ছোট ভাই মির্জা খোকনের বন্ধু আতিক। রাজউক ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের লোকজন রসিকতা করে তাকে 'রাজউকের বিকল্প চেয়ারম্যান' বলে ডাকেন। কারণ, মির্জা আব্বাসের বিশেষ আশীর্বাদে এই আতিক বিগত কয়েক বছর ধরে রাজউকের বিভিন্ন কর্মকান্ডে দোর্দন্ড প্রতাপ খাটিয়ে চলেছে। প্লট বরাদ্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পে মাটি ভরাটের ঠিকাদারি, ভবনের নকশা অনুমোদন- সবকিছুতেই চলে তার বেপরোয়া খবরদারি। কেউ কেউ তার নাম দিয়েছেন 'রয়েল ব্রোকার'। এই আতিকের অত্যাচারে রাজউক ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা চরম অতিষ্ঠ। কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলে কিছু বলেন না।

পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের আরেকজন বন্ধু আছেন। তিনিও ঢাকা ব্যাংকের একজন পরিচালক। তবে তার মূল পরিচিতি একজন 'হাইপ্রোফাইল জমির দালাল' হিসেবে। মির্জা আব্বাস পূর্তমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে গুলশানের বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজের নামে মিউটেশন করিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এর মধ্যে একটি প্লটের দামই কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা। সর্বশেষ গুলশানের যে প্লট কেনা নিয়ে মামলায় পড়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল, সেই প্লট কেনাবেচার চরম দুই নম্বরীর মূল হোতা এবং অনিয়মেও জড়িত আছেন তিনি। আর বন্ধুকে রক্ষা করতে গিয়ে এ ঘটনায় আব্দুল জলিলকেও ছাড় দেয়ার নীতি অবলম্বন করেন মির্জা আব্বাস।

বন্ধু, আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের এসব লুটপাটে অব্যাহত সহযোগিতা দিয়ে গেলেও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি ন্যূনতম দৃষ্টিও দিচ্ছেন না পূর্তমন্ত্রী। উত্তরা আবাসিক এলাকা তৃতীয় পর্বে সাড়ে ৬ হাজার প্লট বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রায় ৩ বছর আগে ২৫ হাজার লোকের কাছ থেকে জামানতের টাকাসহ দরখাস্ত নিয়ে রাখলেও মন্ত্রীর সিদ্ধান্তহীনতার কারণে বিষয়টি আজও নিষ্পত্তি হয়নি। পূর্বাচল, ঝিলমিল ও উত্তরা আবাসিক এলাকার উন্নয়নকাজের অগ্রগতিও খুবই হতাশাব্যঞ্জক। রাজউকে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং মানুষের হয়রানি চরম আকার ধারণ করেছে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। কিন্তু এসবের প্রতি মনোযোগ দেবার মতো সময় যেন পূর্তমন্ত্রীর নেই। বরং মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর অফিসে বসেই তিনি ঢাকা ব্যাংক, ঢাকা টেলিফোন কোম্পানি, বৈশাখী টেলিভিশন, ঢাকা পরিবহনসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম করে থাকেন।

জবাবদিহি প্রসঙ্গে

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে কথা বলার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বাসার টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে তার মোবাইলে ফোন দিতে বলা হয়। মোবাইলে ফোন দিলে পিএ ধরে বাসায় যেতে বলেন। বাসায় গেলে বলা হয় পার্টি অফিসে গেছেন। পার্টি অফিসে গিয়ে জানা যায়, তিনি অফিসে নেই। তখন মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে সচিবালয়ে গিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে মন্ত্রীর পিএস সময় দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। মন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন লিখিতভাবে দেয়া হয়েছিল তার অফিসে। কিন্তু এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। বোঝা গেছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চান না তিনি। কৌশলে বারবার এড়িয়ে গেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-কে।